

## মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১২১০

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩১. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - রাতের সালাত

আরবী

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنَعْتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

বাংলা

১২১০-[২৩] ইয়া'লা ইবনু মুমাল্লাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর রাতের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ও ক্বিরাআতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বললেন, তাঁর সালাতের বিবরণ দিলে তোমাদের কি কল্যাণ হবে? যে সময় পরিমাণ সালাত আদায় করতেন, সে পরিমাণ সময় ঘুমাতে। তারপর সে সময় পরিমাণ সালাত আদায় করতেন যে পরিমাণ সময় ঘুমাতে, এভাবে ভোর হয়ে যেত। বর্ণনাকারী ইয়া'লা বলেন, অতঃপর উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) তাঁর ক্বিরাআতের বর্ণনা দিয়েছেন, দেখলাম তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে বিস্তারিত পড়ার বর্ণনা দিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)[১]

ফুটনোট

[১] য'ঈফ : আবু দাউদ ১৪৬৬, আত্ তিরমিযী ২৯২৩, নাসায়ী ২৬২৯, শামায়েল ৩০৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৫৮, শু'আবুল ঈমান ২১৫৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১৬৫, সুনান আল কুবরা ৪৭১৩। কারণ এর সানাদে ই'য়ালা ইবনু মামলাক একজন অপরিচিত রাবী যিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী মুলায়কাহ্ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে একাকী হয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ বিশ্বস্ত বলেননি।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ) তোমরা তাঁর সালাতের বিবরণ শুনে কি করবে? অর্থাৎ তোমরা তাঁর মতো করে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করতে পারবে না। এ দ্বারা প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। তিনি এর দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ‘আমলের প্রতি আশ্চর্যবোধ প্রকাশ পূর্বক বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা তাঁর মতো ‘আমল করতে সক্ষম নও। অতএব তাঁর ‘আমলের গুণাগুণ বা বর্ণনা শুনে তোমরা কি করবে? (فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُّفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا) অতঃপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বিরাতাত (কিরাতাত) বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা দু’টির কোন একটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১। তিনি বলেন যে, তার ক্বিরাতাত (কিরাতাত) এ রকম এ রকম ছিল।

২। তিনি স্বয়ং তারতীলের সাথে স্পষ্টভাবে ক্বিরাতাত (কিরাতাত) পাঠ করে শুনালেন, অতঃপর বললেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বিরাতাত (কিরাতাত) এরূপ ছিল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55770>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন